গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
সিআরভিএস অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

বিষয়: সিভিল রেজিস্ট্রেশন এ্যান্ড ভাইটাল স্ট্যাটিসটিক্স (সিআরভিএস) সংক্রান্ত স্টিয়ারিং কমিটির অষ্টম সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি : মোঃ মাহবুব হোসেন, মন্ত্রিপরিষদ সচিব
সভার তারিখ : ৩০ এপ্রিল ২০২৩
সময় : বিকাল ০৩:০০ ঘটিকা
সভার স্থান : মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মন্ত্রিসভা কক্ষ (ভবন নম্বর-০১, কক্ষ নম্বর-৩০৪, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা)

সভার উপস্থিতি: পরিশিষ্ট-ক

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সিআরভিএস সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহের সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশে কার্যকর সিআরভিএস ব্যবস্থা বাস্তবায়িত হবে মর্মে সভাপতি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। সিআরভিএস সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহের সমন্বয়কে আরো জোরদার করার লক্ষ্যে সকলে আন্তরিকতার সাথে কাজ করবেন মর্মে আশা প্রকাশ করে সভাপতি আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভার পরবর্তী কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব, সমন্বয় অনুবিভাগ-কে অনুরোধ করেন। সভায় আলোচ্যসূচি অনুসারে একটি উপস্থাপনা প্রদান করা হয়।

০২। আলোচ্য বিষয়-১: বিগত সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়করণ।

সপ্তম সভার কার্যবিবরণীতে কোন প্রকার সংযোজন বা পরিমার্জন থাকলে তা উপস্থাপনের জন্য উপস্থিত সদস্যগণের নিকট আহবান করা হয়। বিগত সভার কার্যবিবরণীতে কোন প্রকার সংশোধন পরিমার্জনের প্রয়োজন নেই মর্মে উপস্থিত সদস্যগণ জানান।

সিদ্ধান্ত: ২.১। সিভিল রেজিস্ট্রেশন এ্যান্ড ভাইটাল স্ট্যাটিসটিক্স (সিআরভিএস) সংক্রান্ত স্টিয়ারিং কমিটির সপ্তম সভার কার্যবিবরণী সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে মর্মে উপস্থিত সদস্যগণ অভিমত প্রকাশ করায় বিগত সভার কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়ীকৃত করা হলো।

০৩। আলোচ্য বিষয়-২: বিগত সভার সিদ্ধান্তসমূহের অগ্রগতি।

সভায় বিগত সভার কার্যবিবরণী পাঠ এবং সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি তুলে ধরা হয়।

ক্রমিক	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন
১।	সিদ্ধান্ত: ৩.১। ESCAP এর Regional Action Framework (RAF) এর টার্গেট অনুসারে ২০২১ এর মধ্যে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন সংক্রান্ত তথ্য থেকে Vital Statistics প্রণয়নের বিষয়ে আগামী তিন মাসের মধ্যে রেজিস্ট্রার, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কার্যালয়, মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ব্যুরো অব স্ট্যাটিসটিক্স সম্মিলিত ভাবে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	৩.১। জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন সংক্রান্ত তথ্য থেকে Vital Statistics প্রণয়নের বিষয়ে রেজিস্ট্রার জেনারেল, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কর্তৃক মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ব্যুরো অফ স্ট্যাটিসটিক্স-এর সাথে একাধিক সভা আয়োজন করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত পরিসংখ্যান তৈরি করা সম্ভব হয়নি।

ক্রমিক	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন
৩।	**সিদ্ধান্ত: ৩.২।** আগামী তিন মাসের মধ্যে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন বিধিমালা সংশোধনের বিষয়ে রেজিস্ট্রার জেনারেল, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কার্যালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	৩.২। জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন সংক্রান্ত বিধিমালা সংশোধন এর লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক একাধিক সভা আয়োজন করা হয়েছে। পরবর্তী জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন আইন ২০০৪ সংশোধনের নিমিত্ত নির্দেশনা আসার পর সে অনুযায়ী আইন সংশোধনের প্রস্তাব রেজিস্ট্রার জেনারেলের কার্যালয় কর্তৃক স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রস্তাবিত আইন অনুযায়ী নতুন করে বিধিমালা সংশোধনের কাজ চলমান আছে।
৪।	**সিদ্ধান্ত: ৪.১।** জন্ম সনদে ইউনিক আইডি ব্যবহার এবং এনআইডি এর সাথে জন্ম নিবন্ধনের ইন্টারঅপারেবেলিটি স্থাপন এবং Synchronization করার সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব আগামী ০৭ দিনের মধ্যে প্রস্তুত করার বিষয়ে রেজিস্ট্রার জেনারেল, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কার্যালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	৪.১। জন্ম সনদে ইউনিক আইডির ব্যবহার করার জন্য বর্তমান জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন বিধিমালা-২০১৮ এর পরিবর্তন আনা প্রয়োজন। ইতোমধ্যে NID এর সাথে Interoperability স্থাপন করা হয়েছে এবং ইউনিক আইডি জেনারেট হচ্ছে। নির্বাচন কমিশনের সাথে Synchronization সম্পন্ন হয়নি। এ বিষয়ে কারিগরি বিশেষজ্ঞগণ একাধিক সভা করেছেন।
	সিদ্ধান্ত: ৪.২। ইউনিক আইডি ব্যবহার এবং এনআইডি এর সাথে জন্ম নিবন্ধনের ইন্টারঅপারেবেলিটি স্থাপন এবং synchronization সংক্রান্ত প্রস্তাব নিয়ে আলোচনার জন্য সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারগণের সমন্বয়ে অতিদ্রুত একটি সভা করার বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	**৪.২।** ইউনিক আইডি ব্যবহার এবং এনআইডির এর সাথে জন্ম নিবন্ধনের ইন্টারঅপারেবেলিটি স্থাপন এবং Synchronization সংক্রান্ত প্রস্তাব নিয়ে আলোচনার জন্য মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে স্টেকহোল্ডার কনসালটেশন সভা গত ২৬ এপ্রিল ২০২২ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক আয়োজন করা হয়। তাছাড়াও সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার মহোদয়ের সভাপতিত্বে ইউনিক আইডি সংক্রান্ত একাধিক সভা আয়োজনের মাধ্যমে ইউনিক আইডি প্রদান প্রক্রিয়া চালু করা হয়েছে।
৫।	**সিদ্ধান্ত: ৪.৩।** Health ID সহ সিআরভিএস সংশ্লিষ্ট সকল আইডি এর সাথে ইউআইডি ব্যবহার করার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর সংস্থা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	**৪.৩।** হেলথ আইডি-তে ইউনিক আইডি ব্যবহারের জন্য এনআইডি এবং জন্ম নিবন্ধন-এর সঙ্গে ইন্টিগ্রেশনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এর জন্য এনআইডি উইং এর সাথে MoU করা হয়েছে এবং রেজিস্ট্রার জেনারেল, জন্ম নিবন্ধন (ORG)-এর সাথে MoU সম্পাদন করার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ইতিমধ্যে শেয়ারড হেলথ রেকর্ডে বিভিন্ন API মডিউল ইন্টিগ্রেট করা হয়েছে যাতে কোন ভুল এনআইডি ও জন্ম নিবন্ধন আইডি দিলে তা শনাক্ত করা যায়। হেলথ আইডি ইউনিক করার ব্যাপারে ইতিমধ্যে বায়োমেট্রিক ভেরিফিকেশনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

ক্রমিক	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন
৬।	**সিদ্ধান্ত: ৩.১।** ESCAP এর Regional Action Framework (RAF) এর টার্গেট অনুসারে ২০২১ এর মধ্যে মৃত্যুর কারণ নির্ধারণ সংক্রান্ত তথ্য থেকে Vital Statistics প্রণয়নের বিষয়ে আগামী তিন মাসের মধ্যে মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ব্যুরো অব স্ট্যাটিসটিক্স সম্মিলিত ভাবে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	**৩.১।** মৃত্যুর কারণ নির্ধারণ সংক্রান্ত তথ্য থেকে Vital Statistics প্রণয়ন এর জন্য BBS থেকে চাহিত পত্র প্রাপ্তি সাপেক্ষে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় ডাটা সরবরাহ করবে। এজন্য খুব দ্রুত সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান সমূহের সাথে একটি মতবিনিময় সভা করে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর পরবর্তী প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবে। এখন পর্যন্ত পরিসংখ্যান তৈরি করা সম্ভব হয়নি।
৭।	**সিদ্ধান্ত: ৫.১।** ESCAP-এর Regional Action Framework (RAF) এর টার্গেট 3C, 3D, এবং 3E, অর্জনে মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	**৫.১।** (3C) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ব্যবস্থাপনায় ১৬২ টি (সরকারী ১০০ এবং বেসরকারী ৬২)টি হাসপাতালে এ International form of Medical Certification of Cause of Death (IMCCoD) চালু করা হয়েছে। (3D) ২০২০ সালে MCCoD Module এর ডাটা ANACONDA Tool এর মাধ্যমে এনালাইসিস করে ill-defined codes পাওয়া যায় ১.২%। (৩E) সারাদেশে হাসপাতালের বাইরে মৃত্যুবরণকারী জনগোষ্ঠীর মৃত্যুর সঠিক কারণ নির্ণয় Verbal Autopsy (VA) বা বাচনিক ময়না তদন্তের মাধ্যমে করা হচ্ছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে মোট ৩৮ টি উপজেলায় Verbal Autopsy (VA) বা বাচনিক ময়না তদন্ত কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
৮।	**সিদ্ধান্ত: ৫.২।** হাসপাতালে মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তির মৃত্যুর অন্তর্নিহিত কারণ সংক্রান্ত Medical Certification of Cause of Death (MCCoD)-এর তথ্য সঠিক সময়ে DHIS2-তে প্রেরণ এবং ডাটা কোয়ালিটি নিশ্চিত করার বিষয়ে মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	**৫.২।** হাসপাতালে মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তির Cause of death, Medical Certificate of Cause of Death (MCCoD) Module-এর মাধ্যমে DHIS2-তে প্রেরণ এবং ডাটা কোয়ালিটি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে Hospital Mortality Technical Group-এর মাসিক বৈঠক নিশ্চিত করাসহ ডাটা এনালাইসিস করে হাসপাতাল ভিত্তিক মতামত প্রদান করা হয় এবং ডিভিশনাল মনিটরিং অফিসার কর্তৃক তদারকি করা হচ্ছে।
৯।	**সিদ্ধান্ত: ৫.৩।** নিজ বাড়িতে মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তির মৃত্যুর কারণ নির্ধারণের জন্য Verbal Autopsy (VA) এর মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্যের ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড অনুসারে এনালাইসিস এবং রিপোর্ট প্রণয়নের বিষয়ে মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	**৫.৩।** নিজ বাড়ীতে মৃত্যুবরণকারীদের মৃত্যুর সঠিক কারণ Verbal Autopsy (VA) বা বাচনিক ময়না তদন্তের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তর Viper Tool ব্যবহার করে international standard analysis এবং রির্পোট প্রণয়ন করে থাকে।

ক্রমিক	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন
১০।	**সিদ্ধান্ত: ৬.১।** আগামী ১৬-১৯ নভেম্বর ২০২১ তারিখে জাতিসংঘের অন্যতম সংস্থা ESCAP কর্তৃক আয়োজিত 2nd Ministerial Conference এ সিআরভিএস সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নের লিড এজেন্সি হিসাবে স্থানীয় সরকার বিভাগের মন্ত্রী মহোদয়ের অনলাইনে উপস্থিত থাকার বিষয়ে স্থানীয় সরকার বিভাগ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	**৬.১।** Second Ministerial Conference-এ বাংলাদেশ অনলাইনে অংশগ্রহণ করে এবং স্থানীয় সরকার বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় উক্ত কনফারেন্সের Ministerial Segment-এ বাংলাদেশের country paper উপস্থাপন করেন। তাছাড়াও Senior Official Segment-এ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক বাংলাদেশের সর্বশেষ অগ্রগতি উপস্থাপন করা হয়। উল্লেখ্য যে উক্ত কনফারেন্সে মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয় একটি রাউন্ড টেবিল ইভেন্টে অন্যান্য ৫টি দেশের মন্ত্রী মহোদগণের সাথে বাংলাদেশের সিআরভিএস নিয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।
১১।	**সিদ্ধান্ত: ৭.১।** সভায় আলোচ্য বিষয়সহ সিআরভিএস বাস্তবায়ন কমিটির পরামর্শ অনুসারে ESCAP এর সহযোগিতায় "সিআরভিএস ইনইকুয়েলিটি এসেসমেন্ট" সম্পন্ন করার বিষয়ে মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ব্যুরো অফ স্ট্যাটিসটিক্স প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	**৭.১।** বিবিএস কর্তৃক ESCAP এর সহযোগিতায় সিআরভিএস ইনইক্যুয়ালিটি অ্যাসেসমেন্ট সম্পন্ন করার জন্য কার্যক্রম চলমান রয়েছে। দুইটি ন্যাশনাল ওয়ার্কশপ বিবিএস ও ESCAP কর্তৃক বাংলাদেশে আয়োজন করা হয়েছে। ESCAP কর্তৃক Regional Workshop on CRVS Inequality Assessment আগামী ৮-৯ মে ২০২৩ তারিখে থাইল্যান্ডের ব্যাংককে আয়োজন করা হবে। যেখানে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং বিবিএস-এর প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করবে।
১৪।	১০.১। ESCAP এর RAF সংক্রান্ত প্রতিবেদনে প্রতিশ্রুত জন্ম, মৃত্যু, মৃত্যুর কারণ, বিবাহ ও তালাক নিবন্ধন এবং ভাইটাল স্ট্যাটিসটিক্স প্রণয়ন সংক্রান্ত টার্গেট অর্জনের বিষয়টি সিআরভিএস সংক্রান্ত বাস্তবায়ন কমিটির সভায় আলোচনা করে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করবে।	১০.১। জন্ম, মৃত্যু, মৃত্যুর কারণ, বিবাহ ও তালাক নিবন্ধন এবং ভাইটাল স্ট্যাটিসটিক্স প্রণয়ন সংক্রান্ত টার্গেট অর্জনের বিষয়ে সিআরভিএস বাস্তবায়ন কমিটির সভায় আলোচনা ক্রমে সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে।

০৪। **আলোচ্য বিষয়-০৩: জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন সংক্রান্ত আইন ও বিধিমালা সংশোধন সংক্রান্ত;**

১৮৭৩ সালের আইন রদ ও রহিত করে সরকার ২০০৪ সনের ৭ ডিসেম্বর ২৯ নং আইন অর্থাৎ জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন আইন, ২০০৪ প্রবর্তন করা হয় যা ২০১৩ সালে সংশোধন করা হয়। পরবর্তীতে ২০১৭ সালে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন সংক্রান্ত বিধিমালা প্রণয়ন করা হয় যা ২০১৮ সালে সংশোধন কর হয়। বর্তমানে সারাদেশে ১১ টি সিটি কর্পোরেশনের ১২৪ টি আঞ্চলিক অফিস, ৩২০ টি পৌরসভা, ৪৫৭১ টি ইউনিয়ন পরিষদ, ১৫ টি ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড মিলিয়ে ৫০৩০ টি অফিস ও ৫৫ টি দূতাবাসসহ মোট ৫০৮৫ টি নিবন্ধক অফিসে ২০২০ সাল থেকে নতুন অনলাইন সিস্টেম Birth and Death Registration Information System (BDRIS)-এর মাধ্যমে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনের কার্যক্রম বাস্তবায়ন চলমান রয়েছে।

"Legal Review of Civil Registration, Vital Statistics and National Identity Registration Laws of Bangladesh" সংক্রান্ত প্রতিবেদনে প্রাপ্ত সুপারিশ, BDRIS-এর ব্যবহারকারীগণের সুপারিশ এবং বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থাসমূহ নিকট হতে প্রাপ্ত সুপারিশসমূহ বিধিমালায় সন্নিবেশ করে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন বিধিমালা, ২০১৮ সংশোধন করার উপর সভার সকল সদস্য একমত পোষণ করেন। তাছাড়া জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন আইন, ২০০৪-এর যে

সকল বিষয় বিধিমালা দ্বারা সমাধান করা যায় সে সকল বিষয় বিধিমালায় সন্নিবেশ করে আইনটির যুগোপযোগী করা প্রয়োজন মর্মে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। আলোচনায় অংশগ্রহণ করে স্থানীয় সরকার বিভাগের প্রতিনিধি জানান যে, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন সংক্রান্ত আইন ও বিধিমালা আগামী জুন ২০২৩ তারিখের মধ্যে সংশোধন করা সম্ভব হবে।

সিদ্ধান্ত: ৪.১। জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন বিধিমালা, ২০১৮ এবং জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন আইন, ২০০৪ আগামী জুন ২০২৩-এর মধ্যে সংশোধন এবং যুগোপযোগী করার বিষয়ে স্থানীয় সরকার বিভাগ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

০৫। আলোচ্য বিষয়-০৪: হাসপাতালসমূহে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনের জন্য নিবন্ধক মনোনয়ন:

জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন আইন ২০০৪ অনুযায়ী জন্ম-মৃত্যুর ৪৫ দিনের মধ্যে নিবন্ধন এবং আন্তর্জাতিক শিশু অধিকার সনদের আর্টিকেল ৭ অনুযায়ী জন্মের সাথে সাথে (immediately after birth) জন্ম নিবন্ধন নিশ্চিত করার জন্য অনেক দেশ এখন হাসপাতালেই জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন সম্পন্ন করছে।

বাংলাদেশে বর্তমানে প্রায় ৫০% জন্ম এবং ২০% মৃত্যু হাসপাতালে হয়। হাসপাতালে নিবন্ধক নিয়োগ করা গেলে তাৎক্ষণিকভাবে এই সকল জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন সম্পন্ন করা যাবে। অনেক দেশ হাসপাতাল প্রধান বা তার মনোনীত অধস্তনকে নিবন্ধকের দায়িত্ব দিয়েছে। তাছাড়াও UNESCAP-এর সিআরভিএস দশক (২০১৫-২০২৪) সংক্রান্ত রিজিওনাল এ্যাকশন ফ্রেমওয়ার্ক-এর Goal-01, Goal-2 এবং এসডিজি-এর অভীষ্ট ১৬.৯ অনুসারে ২০৩০ এর মধ্যে সকল নাগরিকের বৈধ পরিচয় প্রদান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে হাসপাতালসমূহে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনের জন্য নিবন্ধক থাকা একান্ত প্রয়োজন। সভায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের প্রতিনিধি জানান যে, বর্তমানে হাসপাতালসমূহ হতে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনের জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের DHIS2-সিস্টেমের মাধ্যমে BDRIS-সিস্টেমে নোটিফিকেশন প্রেরণ করার ব্যবস্থা চালু হয়েছে। বিধিমালায় হাসপাতলাসমুহে নিবন্ধক মনোনয়নের বিষয়টি সন্নিবেশ না হওয়া পর্যন্ত Health-CR লিঙ্ক ব্যবস্থায় জন্ম ও মৃত্যুর নোটিফিকেশন প্রেরণের ব্যবস্থা চলমান রাখার বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়।

সিদ্ধান্ত: ৫.১। জন্মের সাথে সাথে হাসপাতালসমূহে শিশুর জন্ম নিবন্ধন করার বিষয়ে স্থানীয় সরকার বিভাগ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

সিদ্ধান্ত: ৫.২। বর্তমানে হাসপাতালসমূহ হতে জন্ম ও মৃত্যুর জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের DHIS2-সিস্টেমের মাধ্যমে BDRIS-সিস্টেমে নোটিফিকেশন প্রেরণের ব্যবস্থা অর্থাৎ Health-CR লিঙ্ক ব্যবস্থা সরকারি বেসরকারি সকল হাসপাতালে চালু রাখার বিষয়ে মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রেজিস্ট্রার জেনারেল, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন, স্থানীয় সরকার বিভাগ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

০৬। আলোচ্য বিষয়-০৫: Extended Program of Immunization (EPI) কার্যক্রমের সময় জন্ম নিবন্ধন বাধ্যতামুলক করা:

বাংলাদেশে শিশুর প্রথম ডোজ টিকা গ্রহণের হার প্রায় শতভাগ অথচ বাংলাদেশে একবছরে জন্ম গ্রহণকারী শিশুর জন্ম নিবন্ধনের হার বর্তমান সময় পর্যন্ত মাত্র ৬০ ভাগ। টিকা কার্যক্রম ছাড়া স্কুলে ভর্তির পূর্বে একটি শিশু আর কোন প্রকার সামাজিক নিরাপত্তা সুবিধার আওতায় পড়ে না বিধায় উক্ত সময়ে জন্ম নিবন্ধন করার চাহিদা তৈরি হয় না ফলে ৬ বছর পর্যন্ত বেশিরভাগ শিশু জন্ম নিবন্ধনের বাইরে থাকে।

শিশুর টিকা কার্যক্রম ৪২ দিন থেকে শুরু হয়ে ১৫ থেকে ১৮ মাস পর্যন্ত চলমান থাকে। উক্ত সময়ে একটি শিশু ৬-৮ বার টিকা কেন্দ্রে যেতে হয়। টিকার সময় অনলাইন জন্ম নিবন্ধন প্রদর্শন বাধ্যতামূলক করা সম্ভব হলে এক বছরের মধ্য জন্মগ্রহণকারী সকল শিশু জন্ম নিবন্ধনের আওতায় আসবে।

ইতোমধ্যে টিকা কার্ডে এবং স্বাস্থ্য কর্মীদের রিপোর্টিং ফর্মে জন্ম নিবন্ধন নম্বরটি লেখার বিষয়টি চালু করা হয়েছে কিন্তু টিকার সময় অনলাইন জন্ম নিবন্ধন প্রদর্শন বাধ্যতামূলক না করায় বেশির ভাগ পিতা মাতা টিকা প্রদানের

সময় শিশুর জন্ম নিবন্ধন নম্বর প্রদানে অস্বীকৃতি জানায়। ফলে বিপুল সংখ্যক শিশু সরকারের গনণার বাইরে থাকে এবং সরকারের পক্ষে সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয় না।

বিস্তারিত আলোচনান্তে Extended Program of Immunization (EPI)-এর আওতায় শিশুর টিকা প্রদানের ৪২ দিন থেকে ১৫/১৮ মাস পর্যন্ত সময়ে অনলাইন জন্ম নিবন্ধন নম্বর নিশ্চিত করার জন্য স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ কর্তৃক একটি পরিপত্র জারির বিষয়ে সভার সদস্যগণ একমত পোষণ করেন। টিকা কার্যক্রমকে নিরবচ্ছিন্ন রেখে উক্ত সময়ের মধ্যে অনলাইন জন্ম নিবন্ধন নম্বর প্রাপ্তির বিষয়টি বাস্তবায়ন করবে মর্মে সভায় মতামত ব্যক্ত করা হয়।

সিদ্ধান্ত: ০৬.১। টিকা কার্যক্রমকে নিরবচ্ছিন্ন রেখে Extended Program of Immunization (EPI)-এর আওতায় শিশুর টিকা প্রদানের ৪২ দিন থেকে ১৫/১৮ মাস পর্যন্ত সময়ে অনলাইন জন্ম নিবন্ধন নম্বর নিশ্চিত করার বিষয়ে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ একটি পরিপত্র জারির ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

০৭। আলোচ্য বিষয়-০৬: সিআরভিএস-এর ইন্টার-অপারেবিলিটি স্থাপন, ইউনিক আইডি প্রদান এবং BDRIS-সিস্টেম সংক্রান্তঃ

জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন সংক্রান্ত অনলাইন সিস্টেম Birth and Death Registration Information System (BDRIS)-এর সাথে অন্যান্য সিস্টেম যথা নির্বাচন কমিশনের এনআইডি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের DHIS2, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের e-MIS, প্রাথমিক শিক্ষা এবং মাধ্যমিক শিক্ষার স্টুডেন্ট প্রোফাইল-এর ইন্টারঅপারেবিলিটি স্থাপনের নিমিত্ত সিস্টেমসমূহের মধ্যে স্ট্যান্ডার্ড Application Programming Interface (API) না থাকায় কার্যক্রম বাধাগ্রস্থ হচ্ছে।

তাছাড়াও সিস্টেমসমুহের মধ্যে ইউনিক আইডি প্রদানের সময় একে অপরের মধ্যে প্রয়োজনীয় যে সকল তথ্যের আদান প্রদান হয় তা যথাযথভাবে সংরক্ষণ না করায় নানা প্রকার জটিলতা তৈরি হচ্ছে। উক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহের মধ্যে কোন কোন ক্ষেত্রে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক নবায়ন করাসহ নতুন করে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

BDRIS-সিস্টেম-টি অনলাইন বেইজড হওয়ায় এবং প্রায় ছয় হাজার ব্যবহারকারী থাকায় সিস্টেমটি প্রতিনিয়ত নানা প্রকার সাইবার থ্রেট এর মধ্যে পড়ছে। উক্ত সিস্টেমটিকে BCC-এর মাধ্যমে Security Checking সংক্রান্ত বিষয়টি দীর্ঘদিন যাবত বাস্তবায়িত হচ্ছে না। এমনকি BDRIS-সিস্টেম-টি নিয়মিত আপডেট করার জন্য কোন প্রকার ভেন্ডর/ডেভলপার না থাকায় প্রতিনিয়ত নানা প্রকার সমস্যার সম্মুক্ষিণ হতে হচ্ছে।

পাসপোর্ট/এনআইডি/হেলথ-এর আইডি তৈরির সময় অনলাইন জন্ম নিবন্ধন নম্বর নেয়া হয় কিন্ত ব্যক্তির জন্ম নিবন্ধন সংক্রান্ত তথ্য নিজ নিজ সিস্টেমে ইনপুট দেয়ার সময় BDRIS-সিস্টেম থেকে অনলাইনে যাচাই করে না নেয়ায় পরবর্তীতে সংশোধন সংক্রান্ত জটিলতা তৈরি হচ্ছে। তাছাড়াও Citizen Core Data Structure (CCDS)-অনুসারে আবশ্যিক তথ্যসমূহ জন্ম নিবন্ধন থেকে ব্যবহার নিশ্চিত করার বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়।

BDRIS-সিস্টেমে যে সকল ডুপ্লিকেট জন্ম নিবন্ধনসমূহ রয়েছে নিবন্ধক কর্তৃক তা বাতিল করার বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। স্থানীয় নিবন্ধকসহ জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কার্যক্রম পরিবীক্ষণকারী কর্মকর্তাগণ কর্তৃক নিয়মিত জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কার্যক্রমসমূহের real-time অবস্থা জানার জন্য BDRIS-সিস্টেম-এর একটি customized dashboard তৈরি এবং সংশ্লিষ্ট সকলের সংঙ্গে শেয়ার করার বিষয়ে সভার সকল সদস্য একমত পোষণ করেন।

সিভিল রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত যে সকল ডাটাবেইজ আছে সেগুলোর মধ্যে ইন্টারঅপারেবিলিটি স্থাপন ও ইন্টিগ্রেশনের সর্বশেষ অবস্থা, সমস্যা/চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করাসহ সামগ্রিক বিষয়টি পর্যালোচনার জন্য সিভিল রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত সকল দপ্তর/সংস্থা এবং এটুআই প্রোগ্রাম-কে নিয়ে একটি কমিটি গঠন করার বিষয়ে সভাপতি সভায় গুরুত্বারোপ করেন। আলোচনায় অংশগ্রহণ করে পলিসি এডভাইজর, এটুআই প্রোগ্রাম জানান যে, বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক সিভিল রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত ডাটাবেইজ প্রণয়নের সময় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে জারিকৃত Citizen Core

Data Structure (CCDS) অনুসরণ করছে কিনা তার একটি অডিট করা উপরোক্ত কমিটির কর্মপরিধিতে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন।

সিদ্ধান্ত: ৭.১। স্থানীয় সরকার বিভাগ রেজিস্ট্রার জেনারেল, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কার্যালয়ের মাধ্যমে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ আগামী সেপ্টেম্বর ২০২৩ মাসে অনুষ্ঠিতব্য সভার পূর্বে বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবে:

ক) BDRIS-এর সাথে অন্যান্য সিস্টেমসমূহের মধ্যে ইন্টিগ্রেশন ও ইন্টারঅপারেবিলিটি স্থাপনের নিমিত্ত একটি স্ট্যান্ডার্ড Application programming Interface (API) তৈরি করা;

খ) ভবিষ্যতের জটিলতা এড়ানোর জন্য সিভিল রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত সিস্টেমসমূহের মধ্যে ইউনিক আইডি প্রদানের সময় একে অপরের মধ্যে প্রয়োজনীয় যে সকল তথ্যের আদান প্রদান হয় তা যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা। উক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহের মধ্যে কোন কোন ক্ষেত্রে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক নবায়ন করাসহ নতুন করে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

গ) BDRIS-সিস্টেমে যে সকল ডুপ্লিকেট জন্ম নিবন্ধনসমূহ রয়েছে নিবন্ধক কর্তৃক তা বাতিল করার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকল স্টেকহোল্ডারগণের সাথে পরামর্শক্রমে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ;

ঘ) আগামী সভার পূর্বে স্থানীয় নিবন্ধকসহ জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কার্যক্রম পরিবীক্ষণকারী কর্মকর্তাগণ কর্তৃক নিয়মিত জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কার্যক্রমসমূহের real-time অবস্থা জানার জন্য BDRIS-সিস্টেম-এর একটি customized dashboard তৈরি করা।

সিদ্ধান্ত: ৭.২। পাসপোর্ট/এনআইডি/হেলথ/শিক্ষা-এর আইডিসহ অন্যান্য সকল সিভিল রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত আইডি তৈরির সময় ব্যবহৃত জন্ম নিবন্ধন নম্বরটি BDRIS-সিস্টেম থেকে অনলাইনে যাচাই করে Citizen Core Data Structure (CCDS)-অনুসারে আবশ্যিক তথ্যসমূহ জন্ম নিবন্ধন থেকে ব্যবহার নিশ্চিত করার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তর/সংস্থা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

সিদ্ধান্ত: ৭.৩। সিভিল রেজিস্ট্রেশনসহ বিদ্যমান অন্যান্য ডাটাবেইজসমূহের সার্বিক অবস্থা এবং তাদের মধ্যে ইন্টারঅপারেবিলিটি স্থাপন ও ইন্টিগ্রেশন, সমস্যা/চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করাসহ সামগ্রিক বিষয়টি পর্যালোচনার জন্য সচিব, জননিরাপত্তাকে আহ্বায়ক করে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, সিভিল রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ, দপ্তর/সংস্থা এবং এটুআই প্রোগ্রাম-কে নিয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ একটি কমিটি গঠন করবে।

বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক সিভিল রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত ডাটাবেইজ প্রণয়নের সময় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে জারিকৃত Citizen Core Data Structure (CCDS) অনুসরণ করছে কিনা তার একটি অডিট করা উক্ত কমিটির কর্মপরিধিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

০৮। আলোচ্য বিষয়-০৭: জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন সংক্রান্ত নতুন টার্গেট ২০২৪ থেকে বাড়িয়ে ২০৩০ পর্যন্ত করা।

UNESCAP-এর সিআরভিএস দশক (২০১৫-২০২৪) সংক্রান্ত রিজিওনাল এ্যাকশন ফ্রেমওয়ার্ক-এর Goal-01-এর টার্গেট অনুসারে ২০২৪ সালের মধ্যে একবছরে জন্মগ্রহণকারী সকল শিশুর (শতভাগ) জন্ম নিবন্ধন করা এবং একবছরে মৃত্যুবরণকারী নূন্যতম ৫০ ভাগ মৃত্যু নিবন্ধন সম্পন্ন করার লক্ষ্যে জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন সংক্রান্ত টার্গেট ২০২৪ সাল পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়েছে। অন্যদিকে এসডিজি-এর অভীষ্ট ১৬.৯ অনুসারে ২০৩০ এর মধ্যে সকল নাগরিকের বৈধ পরিচয় প্রদানসহ ১৭.১৯.২b অনুসারে শতভাগ জন্ম নিবন্ধন এবং ৮০ ভাগ মৃত্যু নিবন্ধন নিশ্চিত করতে হবে। সেকারণে UNESCAP-এর বিভিন্ন লক্ষ্য এবং ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি-এর লক্ষ্য অর্জনের নিমিত্ত জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণের

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন সংক্রান্ত সূচকসমূহের নতুন টার্গেট ২০২৪ সাল থেকে বাড়িয়ে প্রথম পর্যায়ে ২০২৭ এবং পরবর্তী পর্যায়ে ২০৩০ পর্যন্ত নির্ধারণের বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

সিদ্ধান্ত: ৮.১। UNESCAP-এর বিভিন্ন লক্ষ্য এবং ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি-এর লক্ষ্য অর্জনের নিমিত্ত জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন সংক্রান্ত সূচকসমূহের নতুন টার্গেট ২০২৪ সাল থেকে বাড়িয়ে প্রথম পর্যায়ে ২০২৭ এবং পরবর্তী পর্যায়ে ২০৩০ পর্যন্ত নির্ধারণের বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মাঠ প্রশাসন অধিশাখা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

০৯। আলোচ্য বিষয়-০৮: সিভিল রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত তথ্য থেকে Vital Statistics তৈরি সংক্রান্ত;

UNESCAP-এর সিআরভিএস দশক (২০১৫-২০২৪) সংক্রান্ত রিজিওনাল এ্যাকশন ফ্রেমওয়ার্ক-এর Goal-03 অনুযায়ী বাংলাদেশকে ২০২৪ সালের মধ্যে নাগরিক নিবন্ধনের তথ্য থেকে ভাইটাল স্ট্যাটিসটিক্স প্রণয়ন করতে হবে। 'ফ্রেমওয়ার্ক'-এর অপর দুইটি লক্ষ্য অর্জনে আশানুরূপ অগ্রগতি থাকলেও Goal-03-এর ক্ষেত্রে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত কোন অগ্রগতি নাই। নাগরিক নিবন্ধনের অপর্যাপ্ত ও অসম্পূর্ণ ডাটা এর অন্যতম কারণ। তবে ইতোমধ্যে নাগরিক নিবন্ধনের ডাটার ক্ষেত্রে অনেক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। ২০২২ সালে জন্ম-মৃত্যুর এক বছরের মধ্যে নিবন্ধনের হার যথাক্রমে ৬০% ও ৪৫%। ২০২৩ সালের প্রথম ত্রৈমাসিকে এই হার যথাক্রমে ৮৩% ও ৬৫%-এ উন্নীত হয়েছে।

সিভিল রেজিস্ট্রেশন-ডাটা থেকে ভাইটাল স্ট্যাটিসটিক্স প্রণয়ন আগামি দুই-এক বছর হয়তো পূর্ণাঙ্গ বা নির্ভুল হবে না। তথাপি এইরূপ পরিসংখ্যান প্রণয়ন শুরু করা উচিৎ; অন্তত একটি বার্ষিক ভাইটাল স্ট্যাটিসটিক্স রিপোর্ট প্রণয়ন দিয়ে তা শুরু করা সমীচীন হবে। এইরূপ পরিসংখ্যান প্রণয়নের চর্চা শুরু হলে নিবন্ধন প্রক্রিয়ার ত্রুটি-বিচ্যুতি চিহ্নিত হবে এবং ডাটা সংগ্রহের ক্ষেত্রে উন্নতি সাধনের দিক নির্দেশনা পাওয়া যাবে। তাছাড়া, অসম্পূর্ণ ভাইটাল স্ট্যাটিসটিক্সও নীতি নির্ধারক, সিভিল সোসাইটি এবং সাধারণ জনগণের মধ্যে সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ পরিসংখ্যনের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করবে। ভারত, ভূটান এবং রুয়ান্ডাতে অসম্পূর্ণ ডাটা থেকে এইরূপ ভাইটাল স্ট্যাটিসটিক্স প্রণয়নের উদাহরণ রয়েছে। সিভিল রেজিস্ট্রেশন-ডাটা থেকে ভাইটাল স্ট্যাটিসটিক্স প্রণয়নের বিষয়ে আন্তর্জাতিক সংস্থা 'ভাইটাল স্ট্র্যাটিজিস' কারিগরি সহায়তা প্রদানের আগ্রহ ব্যক্ত করেছে।

উপর্যুক্ত প্রেক্ষাপটে সিভিল রেজিস্ট্রেশন-এর ডাটা থেকে ভাইটাল স্ট্যাটিসটিক্স প্রণয়নের বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণের জন্য পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ এবং রেজিস্ট্রার জেনারেল, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কার্যালয় কর্তৃক যৌথভাবে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন মর্মে সভার সদস্যগণ একমত পোষণ করেন।

সিদ্ধান্ত: ৯.১। সিভিল রেজিস্ট্রেশন-এর ডাটা থেকে ভাইটাল স্ট্যাটিসটিক্স প্রণয়নের বিষয়ে পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ এবং রেজিস্ট্রার জেনারেল, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কার্যালয় যৌথভাবে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করবে।

১০। আলোচ্য বিষয়-০৯: রেজিস্ট্রার জেনারেল জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কার্যালয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কারিগরি জনবল নিয়োগ সংক্রান্ত;

রেজিস্ট্রার জেনারেল, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কার্যালয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরি জনবল না থাকায় প্রথম থেকেই সংস্থাটি পরামর্শক-নির্ভর হয়ে রয়েছে। সংস্থার জনবল কাঠামোতে একজন করে প্রোগ্রামার, সহকারী প্রোগ্রামার ও সহকারী মেইন্টেনেন্স ইঞ্জিনিয়ার-এর পদ থাকলেও একজন প্রোগ্রামার ছাড়া বর্তমানে আর কোন কারিগরি জনবল নিযুক্ত নেই। একজন সিস্টেম এনালিস্ট-এর পদ অনুমোদিত হলেও এখন পর্যন্ত তা নিয়োগ বিধিমালায় অন্তর্ভুক্ত হয়নি। সমপর্যায়ের অপর একটি সংস্থা জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগের সঙ্গে নিচের তুলনায় রেজিস্ট্রার জেনারেলের কার্যালয়ের কারিগরি জনবল স্বল্পতার বিষয়টি স্পষ্ট হবে:

জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগের জনবল	রেজিস্ট্রার জেনারেল, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কার্যালয়ের জনবল
১. সিস্টেম ম্যানেজার --- ১ জন	
২. সিস্টেম এনালিস্ট ---- ২ জন	
৩. প্রোগ্রামার ---------- ২ জন	১. প্রোগ্রামার --------- ১ জন
৪. মেইন্টেন্স ইঞ্জিনিয়ার - ১ জন	
৫. সহকারী প্রোগ্রামার --- ২ জন	২. সহকারী প্রোগ্রামার - (পদ শূন্য)
-------	৩. সহকারী মেইন্টেন্স ইঞ্জিনিয়ার- (নিয়োগ করা যায়নি)

এইরূপ জনবল স্বল্পতার কারণে সংস্থাটি এর উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে সম্পাদন করতে পারছে না। এমতাবস্থায়, উপযুক্ত জনবলের পদ সৃজন এবং নিয়োগের জন্য বিশেষ উদ্যোগ নিতে স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার উপর সভায় পরামর্শ প্রদান করা হয়।

এইরূপ জনবল নিয়োগ সম্পন্ন হওয়ার **পূর্ব** পর্যন্ত স্থানীয় সরকার **বি**ভাগ তার বিভিন্ন দপ্তর সংস্থা থেকে প্রয়োজনীয় কারিগরি জনবল জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কার্যালয়কে প্রদানের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে মর্মে সভার সদস্যগণ একমত পোষণ করেন।

সিদ্ধান্ত: ১০.১। রেজিস্ট্রার জেনারেল, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কার্যালয়ে প্রয়োজনীয় জনবলের পদ সৃজন এবং নিয়োগের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগ বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

সিদ্ধান্ত: ১০.২। স্থায়ী জনবল নিয়োগ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত স্থানীয় সরকার বিভাগ এর বিভিন্ন দপ্তর সংস্থা থেকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কারিগরি জনবল জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কার্যালয়ে প্রেষণে পদায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১১। আলোচ্য বিষয়-১০: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক সিআরভিএস-এর নতুন প্রকল্প গ্রহণ সংক্রান্ত:

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের আওতায় Technical Support for CRVS System Improvement in Bangladesh শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের ৩টি Phase আন্তর্জাতিক সংস্থা Bloomberg Philanthropies Data for Health (D4H) Initiative এর Vital Strategies-এর আর্থিক সহায়তায় বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকল্পের ১ম, ২য় এবং ৩য় পর্যায় যথাক্রমে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৭, ৩০ জুন ২০১৯ এবং ৩০ জুন ২০২১ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পটির 4th Phase জানুয়ারি ২০২২ হতে জুন ২০২৩ মেয়াদে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটির 4th Phase-এ প্রাক্কলিত ব্যয় ১৭০.০০ লক্ষ (এক কোটি সত্তর লক্ষ) টাকা, তন্মধ্যে জিওবি ৩৪.০০ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য (Grant) ১৩৬.০০ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের কার্যক্রমসমূহ: সিআরভিএস গভর্নেন্স এবং সমন্বয় ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠানিকীকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সহায়তাসহ এসকাপ (ESCAP) কর্তৃক ঘোষিত সিআরভিএস দশকের (২০১৫-২০২৪) বিভিন্ন লক্ষ্য অর্জনে সহযোগিতা প্রদান করা হচ্ছে; এসডিজি এর অভিষ্ট ১৬.৯ অনুসারে ২০৩০ সালের মধ্যে জন্ম নিবন্ধনসহ সকলের জন্য বৈধ পরিচয়পত্র প্রদানের নিমিত্ত রেজিষ্ট্রার জেনারেলের কার্যালয়কে করিগরি সহায়তা প্রদান তথা নতুন ১৫ টি জেলাসহ মোট ২৪ টি জেলায় জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন সংক্রান্ত কালিগঞ্জ মডেল সম্প্রসারণ করা হয়েছে; কমিউনিটিতে মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর কারণ নির্ণয়ের জন্য বাচনিক ময়না তদন্ত (Verbal Autopsy)-এর কার্যক্রম এর কার্যক্রম ৪টি উপজেলাসহ মোট ১৭টি উপজেলায় সম্প্রসারণ করা হয়েছে;

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের Technical Support for CRVS System Improvement in Bangladesh শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের মাধ্যমে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তত্বাবধানে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার আইসিডি কোড অনুযায়ী হাসপাতালে মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তির মৃত্যুর অন্তর্নিহিত কারণ নির্ণয় সংক্রান্ত International form of Medical Certification of Cause of Death (IMCCOD) পদ্ধতির কার্যক্রম বিভিন্ন হাসপাতালে সফলতার সঙ্গে পরিচালিত হচ্ছে। উল্লেখ্য যে উক্ত প্রকল্প চালুর পর মৃত্যুর কারণ নির্ণয় বিষয়ে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক ভাবে 'No

cause of death' ডাটা গ্রুপ থেকে Cause of death' ডাটা গ্রুপ এ উন্নীত হয়েছে। ইতোমধ্যে ২৬০-টি সরকারি-বেসরকারি হাসপাতালে আন্তর্জাতিক নিয়মানুযায়ী মৃত্যুর কারণ নির্ণয় সংক্রান্ত MCCCOD কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।

এছাড়াও সিআরভিএস বাস্তবায়নকারী সংস্থা রেজিষ্ট্রার জেনারেল, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কার্যালয়ের Birth and Death Registration Information System (BDRIS) সংক্রান্ত ডাটাবেইজ এর সঙ্গে স্বাস্থ্যের DHIS2 ডাটাবেইজের লিংক স্থাপন, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের প্রোফাইল প্রণয়ন সংক্রান্ত ডাটাবেইজদ্বয়ের সঙ্গে ইউনিক আইডি ব্যবহারের নিমিত্ত জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন (NID) এর সঙ্গে প্রয়োজনীয় লিংক স্থাপন করা হয়েছে।

সিআরভিএস সংক্রান্ত প্রকল্পের ৪র্থ পর্যায় জুন ২০২৩-এ সমাপ্ত হবে বিধায় বর্ণিত কার্যক্রমসমূহকে সম্প্রসারণ করার জন্য সিআরভিএস সংক্রান্ত নতুন প্রকল্প গ্রহণের বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। অন্যদিকে উক্ত প্রকল্পের পরবর্তী পর্যায়ের জন্য বর্তমান দাতা সংস্থা Vital Strategies নতুনকরে funding করতে আগ্রহী। সিআরভিএস সংক্রান্ত প্রকল্পের পরবর্তী পর্যায়ে যাতে করে অবশিষ্ট জেলা গুলোর অন্তত: অর্ধেক জেলাতে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন ত্বরান্বিতকরণ করা, উক্ত জেলাগুলোতে MCCOD কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা, অবশিষ্ট উপজেলাগুলোতে Verbal Autopsy সম্প্রসারণ করা, সিভিল রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত তথ্য থেকে পরিসংখ্যান তৈরি করা, সিআরভিএস সংক্রান্ত স্ট্র্যাটেজিস ও সিআরভিএস সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা, ভবিষতে সিআরভিএস সংক্রান্ত বৃহৎ প্রকল্প গ্রহণের DPP প্রণয়ন করাসহ সিআরভিএস এর সমন্বয় ব্যবস্থাপনাকে আরো জোরদার করা যায় সে বিষয়ে দাতা সংস্থার সাথে Negotiation করে নতুন প্রকল্পের বরাদ্দ বৃদ্ধি এবং পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। সিআরভিএস সংক্রান্ত বর্তমান প্রকল্পের বরাদ্দ হতে নতুন প্রকল্পের জন্য টিএপিপি ডকুমেন্ট তৈরি করা সম্ভব নয় বিধায় অত্র অর্থবছরের অবশিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রকল্পের কান্ট্র-কোর্ডিনেটরগণ তা তৈরি করতে পারেন মর্মে প্রকল্প পরিচালক সভাকে জানায়।

সিদ্ধান্ত: ১১.১। আলোচ্য বিষয়সহ সিআরভিএস সংক্রান্ত সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নের জন্য দাতা সংস্থার নিকট হতে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে সিআরভিএস সংক্রান্ত নতুন প্রকল্প গ্রহণের নিমিত্ত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

সিদ্ধান্ত: ১১.২। অত্র অর্থবছরের অবশিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রকল্পের কান্ট্রি-কোর্ডিনেটরগণ সিআরভিএস সংক্রান্ত নতুন প্রকল্পের জন্য টিএপিপি ডকুমেন্ট তৈরি করবেন।

১২। আলোচ্য বিষয়-১১: বিবাহ ও তালাক নিবন্ধন সংক্রান্ত;

আইন ও বিচার বিভাগ-এর প্রতিনিধি সভায় জানান যে, "সিভিল রেজিস্ট্রেশন এন্ড ভাইটাল স্ট্যাটিসটিক্স: বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের আইসিটি অবকাঠামো উন্নয়ন" সংক্রন্ত উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব(ডিপিপি)-এর দ্বিতীয় পিইসি সভা পরিকল্পনা কমিশনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভার সিদ্ধান্তসমুহে ডিপিপিতে অন্তর্ভুক্ত করে আগামী একসপ্তাহের মধ্যে তা পুনরায় পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা সম্ভব হবে। বিবাহ ও তালাক নিবন্ধন সংক্রান্ত বন্ধন সফটওয়্যারটি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের Establishing Digital Connectivity (EDC) প্রকল্প থেকে বুঝে নেয়ার বিষয়ে আইন ও বিচার বিভাগ কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়।

UNESCAP-এর সিআরভিএস দশক (২০১৫-২০২৪) সংক্রান্ত রিজিওনাল এ্যাকশন ফ্রেমওয়ার্ক-এর additional target হিসাবে ২০২৪ এর মধ্যে বিবাহ এবং তালাকের শতকরা ৬০ ভাগ অনলাইন নিবন্ধনের আওতায় আনার বিষয়ে আইন ও বিচার বিভাগ কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের উপর সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।

সিদ্ধান্ত: ১২.১। "সিভিল রেজিস্ট্রেশন এন্ড ভাইটাল স্ট্যাটিসটিক্স: বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের আইসিটি অবকাঠামো উন্নয়ন" সংক্রন্ত উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব(ডিপিপি)-টি আগামী দুই মাসের মধ্যে চূড়ান্ত অনুমোদন পূর্বক বাস্তবায়নের নিমিত্ত আইন ও বিচার বিভাগ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

সিদ্ধান্ত: ১২.২। UNESCAP-এর সিআরভিএস দশক (২০১৫-২০২৪) সংক্রান্ত রিজিওনাল এ্যাকশন ফ্রেমওয়ার্ক-এর additional target হিসাবে ২০২৪ এর মধ্যে বিবাহ এবং তালাকের শতকরা ৬০ ভাগ অনলাইন নিবন্ধনের আওতায় আনার বিষয়ে আইন ও বিচার বিভাগ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১৩। আলোচ্য বিষয়-১২.০১: বিবিধ: স্বাস্থ্য অধিদপ্তর-এর সাথে জড়িত সিআরভিএস এর বিষয় সংক্রান্ত আলোচনা।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের Technical Support for CRVS System Improvement in Bangladesh শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের মাধ্যমে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তত্বাবধানে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ICD-10 কোড অনুযায়ী হাসপাতালে মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তির মৃত্যুর অন্তর্নিহিত কারণ নির্ণয় সংক্রান্ত International form of Medical Certification of Cause of Death (MCCOD) পদ্ধতির কার্যক্রম সারা দেশে প্রায় ২৬০ টি সরকারি বেসরকারি হাসপাতালে সফলতার সঙ্গে পরিচালিত হচ্ছে।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বর্ণিত সিআরভিএস প্রকল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশে প্রথমবারের মত চিকিৎসকের তত্বাবধান ছাড়া নিজ বাড়িতে মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তির মৃত্যুর কারণ (Cause of death) আন্তর্জাতিক মানের Verbal Autopsy (VA) এর মাধ্যমে নির্ণয় সংক্রান্ত কার্যক্রম ৩৮ টি উপজেলায় চালু করা হয়েছে। সভায় MCCOD এবং VA সংক্রান্ত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

সিদ্ধান্ত: ১৩.১। স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার মান-উন্নয়নে মহাপরিচালক স্বাস্থ্য অধিদপ্তর নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে:

ক) সারাদেশের সকল উপজেলা এবং জেলা পর্যায়ের হাসপাতালসমূহে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় মৃত্যুর কারণ নির্ধারণ সংক্রান্ত MCCOD চালুর ব্যবস্থা করা।

খ) জেলা সদর এবং সিটি কর্পোরেশনে অবস্থিত বেসরকারি মেডিকেল কলেজ এবং হাসপাতালসমূহে তাদের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় MCCOD চালুর নির্দেশনা প্রদান করা।

গ) Medical Certification of Cause of Death (MCCOD) এবং Verbal Autopsy (VA) এর মাধ্যমে সংগৃহিত তথ্য থেকে সরকারের নীতিনির্ধারণীতে ব্যবহার করা যায় এমন পরিসংখ্যান তৈরির ব্যবস্থা করা।

ঘ) Extended Program on Immunization (EPI)-এর ডিজিটাল কার্যক্রম-কে অতিদ্রুত সারাদেশে সম্প্রসারণ করা।

চ) Health Id তৈরির সময় অনলাইন জন্ম নিবন্ধনের মাধ্যমে বয়স নির্ধারণের ব্যবস্থা এবং ব্যক্তির ইউনিক আইডি Health Id-তে ব্যবহার করা।

১৪। আলোচ্য বিষয়-১২.০২: বিবিধ: শিক্ষার্থীদের প্রোফাইল প্রণয়ন সংক্রান্ত আলোচনা।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক সিআরভিএস (সিভিল রেজিস্ট্রেশন এন্ড ভাইটাল ষ্ট্যাটিসটিকস) এর একক আইডি-ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এবতেদায়ী পর্যায়ে ১ম-৫ম শ্রেণির শিক্ষার্থীসহ সকল ধরণের বিদ্যালয়ের প্রাক-প্রাথমিক থেকে ৫ম শ্রেণির ২ কোটি ৮৭ লক্ষ শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষার্থী প্রোফাইল প্রস্তুত করা হবে। উল্লেখ্য যে শিশু জন্মের সময় রেজিস্ট্রার জেনারেলের কার্যালয়, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন, স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক সরবরাহকৃত Unique-ID (UID)-ই হবে প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের প্রোফাইল প্রণয়নের একক পরিচিতি নম্বর (UID) ।

ব্যানবেইস মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের প্রতিটি এর স্টুডেন্ট প্রোফাইল প্রণয়ন এবং অনলাইন ডাটাবেইজ স্থাপন করবে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক শিক্ষার্থীদের জন্য প্রদানকৃত একক আইডি (UID) এর উপর ভিত্তি করে ষষ্ট থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের প্রোফাইল প্রণয়ন এবং ডাটাবেইজ তৈরি করা হবে। আঠারো বছর পূর্তিতে এই

একক আইডি-টি জাতীয় পরিচয় পত্রের আইডি হবে। একই সাথে এই একক আইডিটি অন্যান্য সকল সিভিল রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত আইডিতে ব্যবহার করা হবে।

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের স্টুডেন্ট প্রোফাইল প্রণয়নে ইউনিক আইডি ব্যবহারে সৃষ্ট সমস্যাসমূহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিগণ সভায় উপস্থাপন করেন। উক্ত সমস্যাসমূহ রেজিস্ট্রার জেনারেল, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কার্যালয় এবং নির্বাচন কমিশনের জাতীয় পরিচয় অনুবিভাগের সঙ্গে ত্রিপক্ষীয় সভা করে সমাধানের বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়।

সিদ্ধান্ত: ১৪.১। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের স্টুডেন্ট প্রোফাইল প্রণয়নে ইউনিক আইডি ব্যবহারে সৃষ্ট সমস্যাসমূহ আগামী একমাসের মধ্যে রেজিস্ট্রার জেনারেল, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কার্যালয় এবং নির্বাচন কমিশনের জাতীয় পরিচয় অনুবিভাগের সঙ্গে ত্রিপক্ষীয় সভা করে সমাধানের বিষয়ে মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ও ব্যনবেইস প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় সমাধানের বিষয়টি নিশ্চিত করবে।

১৫। আলোচ্য বিষয়-১২.০৩: বিবিধ: **UNESCAP এর সিআরভিএস সংক্রান্ত লক্ষ্য অর্জন সংক্রান্ত আলোচনা;**

UNESCAP ২০১৪ সালের নভেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত Ministerial Conference on CRVS-এ ২০১৫-২০২৪ মেয়াদকে সিআরভিএস দশক হিসাবে ঘোষণা করা হয় এবং সেখানে সদস্য রাষ্ট্র সমূহের সুশাসন, স্বাস্থ্য ও পরিসংখ্যান সংক্রান্ত বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে একটি Regional Action Framework গৃহীত হয়। উক্ত ফ্রেমওয়ার্কে তিনটি অভিলক্ষ্য (goals) এবং সাতটি একশন এরিয়া (action areas) রয়েছে। প্রতিটি goal-এর আওতায় একাধিক targets এবং indicators রয়েছে। UNESCAP কর্তৃক জুন ২০২৪ সালের মধ্যে সিআরভিএস দশকের (২০১৫-২০২৪) চূড়ান্ত মূল্যায়ন করা হবে। উক্ত মূল্যায়নের পূর্বে UNESCAP-এর সিআরভিএস দশক (২০১৫-২০২৪) সংক্রান্ত রিজিওনাল এ্যাকশন ফ্রেমওয়ার্ক-এর Goal-01,02,03-এর লক্ষ্যসমূহ অর্জনে সিআরভিএস সংশ্লিষ্ট দপ্তর সংস্থা কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের উপর সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

সিদ্ধান্ত: ১৫.১। UNESCAP-এর সিআরভিএস দশক (২০১৫-২০২৪) সংক্রান্ত রিজিওনাল এ্যাকশন ফ্রেমওয়ার্ক-এর Goal-০১,০২,০৩-এর লক্ষ্যসমূহ অর্জনে সিভিল রেজিস্ট্রেশন সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১৬। পরিশেষে আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কার্যক্রম সমাপ্ত করেন।

০৬/৫/২০২৬

মোঃ মাহবুব হোসেন
মন্ত্রিপরিষদ সচিব